তারিখ 27 JUL 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

দৈনিক
ইত্তেফাক

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

অন্য ভার্সিটির সকল আউটার ক্যাম্পাসও বন্ধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চারটি গ্রুপে বিভক্ত বহুল আলোচিত বেসরকারি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম (আউটার ক্যাম্পাসহ) বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। একইসঙ্গে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশনা পাঠিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে ২০১১ সালে বিচার বিভাগীয় একটি কমিশন গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১২ সালে প্রতিবেদনটি জমা দেওয়া হয়। নানা অনিয়ম-দুর্নীতি ও সনদ বাণিজ্যের দায়ে অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধের সুপারিশ করেছিল বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় তদন্ত কমিশনের সুপারিশের আলোকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি মন্ত্রণালয়। এ কারণে চারটি গ্রুপে বিভক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনো শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম চালাচ্ছে। শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চারটি গ্রুপ পৃথক প্রশাসনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে। রয়েছে চারজন ভিসি। কোন ক্যাম্পাসটি বৈধ শিক্ষার্থীরা এ তথ্য না জেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখায় ভর্তি হয়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধের সুপারিশ করে বলা হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানটি অর্থের বিনিময়ে সনদ বিক্রি করছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন করেছে। পরে আদালতে যান বিশ্ববিদ্যালয়টির বিভক্ত মালিকরা। অবশেষে সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করল শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, ধানমন্ডিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকারের সাময়িক অনুমোদন পায় ১৯৯৩ সালে। তখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দারুল ইহসান ট্রাস্ট' নামের একটি ট্রাস্টি বোর্ড ছিল। ট্রাস্টের সেক্রেটারি ছিলেন সৈয়দ আলী নকী ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন ছয়জন। ২০০৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ জারি করার পর ২০০৬ সালে সংঘ স্মারক নিবন্ধনের মাধ্যমে গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ আলী নকী হাইকোর্ট বিভাগে রিট দরখাস্ত দাখিল করেন। এর মাধ্যমে তারা ২৯টি আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা সম্পর্কে স্থগিতাদেশ লাভের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে ৩৩টি আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করেন। ঐ স্থগিতাদেশের সুযোগ গ্রহণ করে অপর ৩টি ট্রাস্টি বোর্ড পরিচালিত ৩টি ক্যাম্পাস বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৭০টি আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করে ।

অপরদিকে যে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছিল তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তারা আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে অননুমোদিত ক্যাম্পাস পরিচালনা করছিল। আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছিল না সরকার। গতকাল মন্ত্রণালয়ের একই আদেশে আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের ঘোষণা দেওয়া গয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করতে পারবে না।